শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন, ভোটব্যাংকে নজর যুযুধান দুই শিবিরের

চা বাগানে কোমর বাঁধছে বিজেপি-তৃণমূল

নাগরাকাটা, ২০ নভেম্বর : সামনে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে উত্তরবঙ্গের চা বলয়ের ভোটব্যাংকের দিকে নজর রেখে কোমর বাঁধতে শুরু করেছে বিজেপি। দলীয় সূত্রে খবর, চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ও জমির পাট্টার ইস্যুকে নির্বাচনি ইস্তাহারে রাখার জন্য ইতিমধ্যে দলের হাইকমান্ডের কাছে বার্তা দিয়েছেন উত্তরের বিজেপি সাংসদরা। পাশাপাশি চা বাগানের পুনরুজ্জীবন নিয়ে দ্রুত কেন্দ্রের তরফে কোনও ঘোষণা হতে পারে বলে গেরুয়া শিবিরের নেতারা জানাচ্ছেন। তবে তৃণমূল কংগ্রেসও বসে নেই। তাদেরও চা বাগানের ভোটের দিকে নজর রয়েছে। লোকসভা ভোটে চা বাগানের ভোট বেশিরভাগটাই বিজেপির দিকে চলে গিয়েছিল। সেই ভোট নিজেদের দিকে ফিরিয়ে আনতে দলের চা শ্রমিক সংগঠনকে হাতিয়ার করছে তৃণমূল। তৃণমূলের শ্রমিক নেতারা চাইছেন মজুরি বৃদ্ধির ঘোষণা করে চা বাগানের ভোট নিজেদের দিকে ফিরিয়ে আনতে। দলীয়স্তরেও এই নিয়ে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বলেন, 'চা হল এমন একটি শিল্প যেখানে ৫০ শতাংশ শ্রমিক মহিলা। বাগানে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা আদিবাসী, গোর্খা, রাজবংশী সম্প্রদায়ের। তাঁদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি।'

চা বাগানে বিটিডব্লিউইউয়ের কর্মসূচি। (ডানদিকে) গেট মিটিং সফল করতে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের প্রস্তুতি সভা।

তিনি আরও বলেন, 'ন্যূনতম মজুরি ও জমির পাট্টার মতো ইস্যু দুটিকে যাতে নির্বাচনি ইস্তাহারে রাখা হয় সে ব্যাপারে শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে কথা হয়ে গিয়েছে। আশা করি তা করবে। এটা নিয়ে আইনও তৈরি হয়ে গিয়েছে। আমরা বন্ধ বাগানও খুলব।' আলিপুরদুয়ারের সাংসদ ও ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জন বারলা বলেন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে নির্বাচনি ইস্তাহারে ন্যূনতম মজুরি ও চা শ্রমিকদের জমির পাট্টার মতো ইস্যু রাখা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এটা আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি। বিজেপিই একমাত্র শ্রমিকদের ওই ন্যায্য অধিকার দিতে পারে।' এদিকে, মজুরি বৃদ্ধিকে হাতিয়ার করে আন্দোলনে নামার কথা জানিয়েছে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনগুলি।

> ন্যূনতম মজুরি ও জমির পাট্টার মতো ইস্যু দুটিকে যাতে নির্বাচনি ইস্তাহারে রাখা হয় সে ব্যাপারে শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে কথা হয়ে গিয়েছে।
>
> – রাজু বিস্ট
> *বিজেপি সাংসদ*

> শ্রমিকদের দ্রুত যাতে মজুরি বাড়ে তা নিয়ে শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব।
>
> – মোহন শর্মা, সভাপতি
> *চা বাগান তৃণমূল কংগ্রেস মজদুর ইউনিয়ন*

২৩ নভেম্বর দলের সবক'টি চা শ্রমিক সংগঠন একজোট হয়ে বাগানগুলিতে গেট মিটিংয়ের ডাক দিয়েছে। চা শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানো নিয়ে ইতিমধ্যে সাংগঠনিক ও দলীয়স্তর থেকে তৃণমূলের তৎপরতা শুরু হয়েছে। চা বাগান তৃণমূল কংগ্রেস মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি মোহন শর্মা বলেন, 'বিজেপি আগে অসমের চা শ্রমিকদের পরিস্থিতি দেখুক। এখানে শ্রমিকদের জন্য যা করার রাজ্যই করছে। দ্রুত যাতে মজুরি বাড়ে তা নিয়ে শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন। মজুরি বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল বলেই মনে করছি।' জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও টি ডিরেক্টরেটের ভাইস চেয়ারম্যান কৃষ্ণকুমার কল্যাণী বলেন, 'ন্যূনতম মজুরির বাস্তবায়নে রাজ্যের সদিচ্ছার কোনও অভাব নেই। এটা নিয়ে কমিটিও গঠন করা হয়েছে। তাতে মালিক-শ্রমিক সব পক্ষেরই প্রতিনিধি রয়েছে। দুই পক্ষের মধ্যে এখনও ঐকমত্য স্থাপিত না হওয়ায় বিষয়টি আটকে আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর ৯ বছরে শ্রমিকদের মজুরি ৬৭ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৭৬ টাকা করা হয়েছে। ফের যাতে মজুরি বাড়ে সেটা নিয়ে চেষ্টা চলছে।'

এই কুয়োতে সকাল ৯টার পর জল থাকে না। ছবি : চন্দন বাগচী

খাল বস্তিতে পানীয় জলের সংকট

নকশালবাড়ি, ২০ নভেম্বর : নকশালবাড়ির দক্ষিণ স্টেশনপাড়ার খাল বস্তিতে পানীয় জলের সংকট চলছে। কুয়ো, টিউবওয়েল কিছুই ঠিক নেই। এখানকার কুয়োতে সকাল ৯টার পর জল পাওয়া যায় না। বাসিন্দারা ভোর ৪টে থেকে হাঁড়ি, কলসি ও বালতি নিয়ে জল সংগ্রহে নেমে পড়েন। কারণ ৯টার পর কুয়োর জল আর ব্যবহার করা যায় না, তখন শুধু কাদা ওঠে। বাসিন্দা গণেশ মোহন্ত বলেন, 'সকালের পরে কুয়োতে আর জল থাকে না। তখন খুব দুর্ভোগে পড়তে হয়। ভোরবেলায় যে জল পাওয়া যায় তাও পানের অযোগ্য।' পাশাপাশি কুয়োর রিং ও পাড় উভয়ই ভাঙা। বাসিন্দা সুজিত লাহা বলেন, 'এ ব্যাপারে বহুবার পঞ্চায়েত প্রধানকে বলা হয়েছে। তিনি এসে কুয়োর পরিস্থিতি দেখেও গিয়েছেন। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেননি।' এই কুয়োর কিছু দূরে অপর যে কুয়ো রয়েছে তারও করুণ অবস্থা। এই কুয়োর ভিতরের রিং ভেঙে বেঁকে রয়েছে। নোংরা জল দিয়ে দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজ করাও মুশকিল হয়ে পড়েছে। বাসিন্দা গুলশান খাতুন জানিয়েছেন, ২০১৭ সালে কুয়োটি তৈরি করার পর থেকেই তার ভিতরের রিং ভেঙে রয়েছে। ফলে ভাঙা ওই অংশে বিভিন্ন আবর্জনা জমছে। জল যাও বা রয়েছে, সেটাও ব্যবহারের অযোগ্য। একই কথা জানিয়েছেন দ্বারিকা শর্মা, লক্ষ্মী দাস প্রমুখ। ওইসব এলাকায় যে কয়টি কুয়ো তৈরি হয়েছে, সবগুলিরই কাজ নিম্নমানের হওয়ায় কুয়োগুলো ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

শুধু কুয়ো নয়, ওই এলাকায় রাস্তার পাশে থাকা দুটো মার্ক-টু টিউবওয়েলও দীর্ঘদিন ধরে অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রধান সহ বিভিন্ন মহলে জানালেও কোনও কাজ হয়নি। এ ব্যাপারে নকশালবাড়ির বিডিও অরিন্দম মণ্ডল বলেন, 'বিষয়টি আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

কুয়াশার আড়ালে গোরু পাচার

হিলি, ২০ নভেম্বর : শীতের সঙ্গী কুয়াশা। আর এই কুয়াশাকে কাজে লাগিয়েই হিলিতে ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে গোরু পাচারচক্র। কয়েকটি ভাগে দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে পাচারচক্র চালাচ্ছে গোরু পাচারকারীরা। উন্মুক্ত সীমান্ত আর শীতের কুয়াশাকে কাজে লাগিয়ে সুকৌশলে এই অবৈধ কারবার চালাচ্ছে তারা। যদিও বিএসএফ-এর দাবি, সীমান্তে কড়া নজরদারি চালিয়ে গোরু পাচার রুখে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। ১৩৭ ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডার বলেন, গোরু পাচার রুখতে সীমান্তে অতিরিক্ত বাহিনী দিয়ে নজরদারি শুরু হয়েছে। নাকা তল্লাশিও বাড়ানো হয়েছে। সীমান্তে কর্তব্যরত জওয়ানকে গোরু পাচার রুখতে কড়া নির্দেশ দেওয়া রয়েছে।

শীতের কুয়াশায় রাতে দৃশ্যমান্যতা কমে যায়। ফলে সীমান্তে প্রহরারত বিএসএফ জওয়ানকে আড়াল করে উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে গোরু পাচারের কাজ সহজ হয় পাচারকারীদের কাছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে গোরু পাচারচক্র। সূত্র বলছে, হিলির গোঁসাইপুর, সিদাই, গয়েসপুর, জামালপুর ও বালুরঘাটের চিঙ্গিসপুর, দক্ষিণনগর এলাকার সীমান্ত দিয়ে রমরমিয়ে চলছে গোরু পাচার। প্রতিদিন সন্ধে থেকেই গোরু পাচার চক্রের পান্ডারা সক্রিয় হয়ে যাচ্ছে। গোপন ডেরা থেকে সীমান্ত পর্যন্ত পান্ডাদের দাপাদাপি চলে ভোর অবধি।

কোথা থেকে আসে এই গোরু? আনাই বা হয় কোথায়? জানা যাচ্ছে, ভিন্ন রাজ্য বা পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকা থেকে স্থানীয় একটি হাটে গোরুগুলি আনা হয়। হাট থেকে গোরু কেনে সীমান্তে বসে থাকা অবৈধ কারবারিরা। তারপরে গোরুগুলি কমিশনভুক্ত এজেন্টের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরপর এজেন্ট নিযুক্ত ভাঁড়িদের হাতে দায়িত্ব বর্তায়। ভাঁড়ি হল এজেন্ট নিযুক্ত কর্মী। হাট থেকে গোরু এনে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় একত্রিত করা হয়। তারপর মাঠে হাঁটিয়ে গোরুগুলিকে সীমান্তের উদ্দেশ্যে নিয়ে যায় ভাঁড়িরা। সন্ধে থেকে মাঝরাতের মধ্যে হিলিতে শ্যামপুর, বসন্তা, মুলাহাট, মহিষনোটা, চাপাহাট মাঠ দিয়ে গোরুগুলিকে সীমান্তের গোপন ডেরায় পৌঁছে দেয় তারা। এরপর সীমান্তে বিএসএফ জওয়ানের ওপর নজরদারি শুরু করে চোরপার্টি। ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে বাংলাদেশে যারা গোরু পাচার করে তাদেরই বলা হয় চোরপার্টি। সুযোগ বুঝেই গোরুগুলিকে বাংলাদেশে পাচার করে দেয় তারা। পাচারকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, হাট থেকে সীমান্তের গোপন ডেরা অবধি গোরু পৌঁছে দেওয়ার জন্য কমিশন থাকে জোড়া প্রতি দু'হাজার টাকা। আবার সীমান্ত টপকানোর জন্য বরাদ্দ থাকে তিন হাজার টাকা। পাচারের টাকা আদানপ্রদান হয় হুন্ডির মাধ্যমে।

চিতাবাঘের হামলায় গোরুর মৃত্যু

ক্রান্তি, ২০ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার রাতে ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের গণ্ডগোলটারিতে চিতাবাঘের হামলায় একটি গোরু মারা গিয়েছে। এদিন সকালে মৃত গোরুটি ধানখেতে স্থানীয় লোকজন পড়ে থাকতে দেখেন। গ্রামবাসীদের কাছে খবর পেয়ে মালহাটি বিটের বনকর্মীরা সেখানে গিয়ে খোঁজখবর নেন এবং ক্ষতিপূরণের আশ্বাসও দিয়েছেন। এদিকে, ঘটনার পর থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। গ্রামবাসীদের তরফে কালীপদ রায়, সুভাষ ওরাওঁ, বাপি রায়, দীনেশ রায় জানান, স্থানীয় বাসিন্দাদের সুরক্ষার জন্য বন দপ্তরের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা অণিমা রায় বলেন, 'শীত পড়তে না পড়তেই চিতাবাঘের উপদ্রব শুরু হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা চিতাবাঘের আতঙ্কে ভুগছেন। বিষয়টি বন দপ্তরের নজরে আনা হয়েছে।' এই বিষয়ে বন দপ্তরের আপালচাঁদের রেঞ্জার কুণাল বর্মন জানান, বন দপ্তরের নিয়মানুযায়ী নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

নকশালবাড়ি কার্গিল দ্বীপে নিকাশিনালা বুজিয়ে বহুতল নির্মাণ চলছে। ছবি : মহম্মদ হাসিম

নিকাশিনালা বন্ধ করে বহুতল, প্রশাসন নীরব

ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা

- লকডাউনের সুযোগে নিকাশিনালা দখল করে তার ওপর বেশ কয়েকটি দোকানঘর ও বাড়ি তৈরি হয়েছে
- বিল্ডিংয়ের নকশার অনুমোদন ছাড়াই প্রকাশ্যে বহুতল নির্মাণ চলছে
- নিকাশিনালার মাঝখানে সিমেন্টের পিলার তুলে বাড়ির সিঁড়ি ও দোকান তৈরি করা হচ্ছে
- সেখানে জল জমে মশার আঁতুড় তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ

নকশালবাড়ি, ২০ নভেম্বর : নকশালবাড়িতে পূর্ত দপ্তরের রাস্তার পাশে নিকাশিনালা বন্ধ করে বহুতল তৈরি হয়েছে। এমনকি নিকাশিনালার মাঝখানে সিমেন্টের পিলার তুলে বাড়ির সিঁড়ি ও দোকান তৈরি করা হচ্ছে। নকশালবাড়ি পানিঘাটা মোড়ের কার্গিল দ্বীপের নীচে থাকা এই নিকাশিনালা বন্ধ হওয়াকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এর ফলে সেখানে জল জমে মশার আঁতুড় তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রকাশ্যে রাস্তার ধারে নিকাশিনালা বন্ধ করে নির্মাণ চললেও প্রশাসন নির্বিকার রয়েছে বলে অভিযোগ। নকশালবাড়ি পানিঘাটা মোড় থেকে খেমচি নদী পর্যন্ত এই নিকাশিনালা স্থানীয়দের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নকশালবাড়ির জনবহুল রাস্তার ধারে এমন অবৈধ নির্মাণ হলেও প্রশাসনের ভূমিকায় বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ১০ বছর আগে নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির বর্ডার এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ফান্ড দিয়ে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নকশালবাড়ি পানিঘাটা মোড় এলাকায় পূর্ত দপ্তরের রাস্তার ধারে বিশাল একটি নিকাশিনালা করা হয়েছিল। কিন্তু লকডাউনের সুযোগে নিকাশিনালা দখল করে তার ওপর বেশ কয়েকটি দোকানঘর ও বাড়ি তৈরি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বিল্ডিংয়ের নকশার অনুমোদন ছাড়াই প্রকাশ্যে বহুতল নির্মাণ চললেও প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।

তাঁদের অভিযোগ, ওই পরিবারের সদস্যরা অনেকদিন ধরেই নির্মাণ চালিয়ে যাচ্ছেন। স্থানীয় বাসিন্দা তথা বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বাড়ই জানান, মাসদুয়েক আগে খেমচি নদীর পাশে একটা দোকানঘর তৈরি করায় আমাদের দলের এক মহিলাকে জেলে পাঠানো হয়েছে। এখনও তাঁর জামিন মঞ্জুর হয়নি। কিন্তু একই জায়গায় পূর্ত দপ্তরের রাস্তার পাশে নিকাশিনালা বন্ধ করে দিনের আলোয় তৈরি করা হচ্ছে বিশাল দোকানঘর এবং বাড়ি। প্রশাসনের সবার ক্ষেত্রেই সমান পদক্ষেপ করা উচিত। এক্ষেত্রে কেন প্রশাসন অন্ধ হয়ে আছে?

যদিও এই বিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য তথা নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান অরুণ ঘোষ বলেন, 'নিকাশিনালা অতিগুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বহুদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। নিকাশিনালার ওপর নির্মাণ হয়েছে বলে আমি অভিযোগ পেয়েছি। তবে বর্তমানে আমরা কিছু করতে পারব না।' অন্যদিকে নকশালবাড়ির বিডিও অরিন্দম মণ্ডল বলেন, 'আমি এই বিষয়ে অভিযোগ পাইনি। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত পদক্ষেপ করব।'

রাজগঞ্জে লিগাল এইড ফোরাম

রাজগঞ্জ, ২০ নভেম্বর : রাজগঞ্জের শিশুর যৌন নিগ্রহের ঘটনায় পরিবারের সঙ্গে দেখা করে দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল। শুক্রবার পরিবারটিকে আইনি সহায়তার আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনে উচ্চ আদালতে যাওয়া হবে বলে জানান প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। ফোরামের সভাপতি অমিতকুমার সরকার বলেন, '৬ নভেম্বর ওই পরিবারের সাড়ে ৫ বছরের এক শিশু স্থানীয় এক গৃহশিক্ষিকার কাছে টিউশন পড়তে গেলে গৃহশিক্ষিকা শাস্তি দেওয়ার নামে শিশুটির গোপানাঙ্গ মারাত্মকভাবে জখম করে বলে পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেন। বিষয়টি নিয়ে অভিযুক্তের তরফে সালিশি সভার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়। পাশাপাশি শিশুটির অন্তঃসত্ত্বা মা সহ পরিবারের অন্য সদস্যদের মারধরও করা হয়। শিশুটির মায়ের অবস্থাও ভালো নয়। পরিবারটি আইনি সহায়তা চেয়ে লিগ্যাল এইড ফোরামের দ্বারস্থ হয়েছে। বিষয়টি অ্যান্টি ট্রাফিকিং নেটওয়ার্ক ফোরামের মাধ্যমে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। নির্যাতিতা পরিবার রাজগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ করলেও অভিযুক্তরা কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। পুলিশ পকসো ধারায় মামলার সঙ্গে প্রাণে মারার চেষ্টা সহ আরও কয়েকটি ধারায় মামলা করেছে কি না দেখা হবে।'

তিনি বলেন, 'বর্তমান সমাজে এই ধরনের একটি স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে সালিশি সভা করা ভাবাই যায় না। শিশুটি আদালতে সেদিনের ঘটনার গোপন জবানবন্দি দিয়েছে। বিষয়গুলি জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পুলিশ সুপারের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। শিশুটির বিষয়টি আলাদা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। গোটা ঘটনা শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশন, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি (সিডব্লিউসি)-কে জানানো হচ্ছে। প্রয়োজনে হাইকোর্টেরও দ্বারস্থ হব। পরিবারটিকে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দেওয়া হবে।' যদিও অভিযুক্তের পরিবারের দাবি, তাকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, নির্দিষ্ট ধারায় মামলা করে তদন্ত করা হচ্ছে।

কর্মীর অভাবে বন্ধ মিলন মন্দির পাঠাগার

হেলাপাকড়ি, ২০ নভেম্বর : কর্মীর অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ভোটপাট্টির মিলন মন্দির পাঠাগার। পাঠ্যপুস্তক সহ পাঠাগারের মোট বইয়ের সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার। পাঠকের সংখ্যাও প্রায় চার শতাধিক। যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছাত্রছাত্রী। কর্মীর অভাবে লকডাউনের এক মাস আগেই পাঠাগারটি বন্ধ হয়ে যায়। ২০১৬ সালের ৩১ মার্চ গ্রন্থাগারিক স্বপনকুমার দাস অবসর নিয়েছেন। তারপর প্রায় চার বছর কেটে গেলেও নতুন গ্রন্থাগারিক নিয়োগ হয়নি। সহকর্মী সুষেণ দেবনাথ একাই অফিসের অন্যান্য কাজের সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বও সামলাতেন এতদিন। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২৮ তারিখে তিনিও অবসর নিয়েছেন। ফলে আর কোনও কর্মী না থাকায় পাঠাগারের গেটে তালা পড়ে। তাই কর্মী নিয়োগ করে পাঠাগার খোলার দাবি তুলেছেন পাঠকরা।

পাঠাগার পরিচালন কমিটির সদস্য আশিসকুমার বসাক বলেন, 'পাঠকের অভাবে অন্য গ্রন্থাগারগুলি যখন বন্ধ হওয়ার মুখে, তখনও এই পাঠাগারের পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে এটি বন্ধ হয়ে থাকায় বইপ্রেমীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বেশি সমস্যায় পড়েছে ছাত্রছাত্রীরা। কারণ এলাকার অনেক গরিব ছেলেমেয়ের পড়াশোনা নির্ভর করে এখানকার পাঠ্যপুস্তকের ওপর। তাই কর্মী নিয়োগ করে দ্রুত পাঠাগারটি খোলার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।' জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক সৈকত গোস্বামী এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আপাতত সব গ্রন্থাগারই বন্ধ রয়েছে। পরবর্তীতে সব খুলে গেলে, দু'একজন করে কর্মী দিয়ে বন্ধ হয়ে থাকা গ্রন্থাগারগুলি চালু করা হবে।'

বঁক অফ মহারাষ্ট্র
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

ক্ষেত্রীয় কার্যালয় (কলকাতা)
দ্বিতীয় তল, ম্যাকলিওড হাউজ
৩, এন.এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১
দূরভাষ : ০৩৩ ৪০৩৭ ৪৯০৮ / ০৩৩ ৪০৩৭ ৪৯২৩
ই-মেইল : gad-cal@mahabank.co.in

ভবন সংবলিত জমি চাই

ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র পর্যাপ্ত অধিকার সমেত সমস্ত সুযোগ-সুবিধা সহ ভবন সংবলিত জমির মালিকগণ/মোক্তারনামা-র কাছে ৯৯০-১৩০০ বর্গফুট-এর একটি নির্দিষ্ট এলাকা সহ প্রথম তল-এ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে জলপাইগুড়ি (জেলা-জলপাইগুড়ি)-তে তার প্রস্তাবিত শাখার জন্য প্রস্তাব আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। ভবন সংবলিত জমিটি ৩ মাসের একটি সময়সীমার মধ্যে দখলের জন্য প্রস্তুত অথবা দখলের জন্য প্রস্তুত হতে চলেছে সম্ভাব্য থাকবে। আগ্রহী প্রস্তাবদাতাগণ তাঁদের প্রস্তাব প্রযুক্তিগত দর এবং মূল্য দর দুটি আলাদা খামবন্ধ করে ক্ষেত্রীয় কার্যালয়, ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র (কলকাতা, দ্বিতীয় তল, ম্যাকলিওড হাউজ, ৩, এন. এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১-এ অথবা ২৭শে নভেম্বর, ২০২০-এর আগে দাখিল করতে হবে। সর্বসাধারণ সেক্টর ইউনিট / সরকারি বিভাগ সম্পর্কিত ভবন সংবলিত জমিটির কাছে প্রাধান্য দেওয়া হবে। বিশদ জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট www.bankofmaharashtra.in-এর টেন্ডার শাখা দেখুন।

ব্যাংকটি এর কোনও কারণ নির্ধারণ না করে যে কোনও প্রস্তাব গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করছে।

তারিখ : ২১.১১.২০২০ / স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত কার্যালয় সংক্রান্ত, কলকাতা ক্ষেত্র

মরা তোর্ষার ওপর সেতুর রেলিং ভাঙা, দুর্ঘটনা ঘটছে

রাঙ্গালিবাজনা, ২০ নভেম্বর : সেতুর রেলিং ভেঙে যাওয়ায় বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে। অথচ, আলিপুরদুয়ার জেলার রাঙ্গালিবাজনা থেকে ফালাকাটা যাওয়ার রাস্তায় মরা তোর্ষা নদীর ওপর অবস্থিত পাকা সেতুর রেলিংয়ের ভাঙা অংশগুলি পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে না। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ জমছে। রাঙ্গালিবাজনা-ফালাকাটা রোডে ময়রাডাঙ্গা ও দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানায় অবস্থিত ওই সেতুর রেলিংয়ের ভাঙা অংশগুলি দিয়ে এর আগে বহুবার মোটরবাইক, টোটো, রিকশা নীচে পড়ে গিয়েছে বলে স্থানীয়রা জানান। দুর্ঘটনায় অনেকেই আহত হয়েছেন।

মরা তোর্ষার বিপজ্জনক সেতু। ছবি : মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

প্রসঙ্গত, রাঙ্গালিবাজনা চৌপথি থেকে দেওগাঁও হয়ে ফালাকাটার পাঁচ মাইল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৩ কিমি ওই রাস্তা দিয়ে রাঙ্গালিবাজনা ও ফালাকাটার মধ্যে বেশ কিছু যাত্রীবাহী ম্যাক্সিক্যাব চলাচল করে। এছাড়া প্রচুর ট্রাক ও ছোট গাড়িও ওই রাস্তায় চলাচল করে। বীরপাড়া, রাঙ্গালিবাজনা, শিশুবাড়ি থেকে ওই সেতু পেরিয়েই খয়েরবাড়ি প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রে যেতে হয়। পাঁচ মাইলের কাছে ওই সেতু বছরের পর বছর ধরে বেহাল হয়ে থাকা সত্ত্বেও জনপ্রতিনিধিরা সেটি মেরামতের উদ্যোগ নিচ্ছেন না বলে অভিযোগ। তাঁরা জানান, দুষ্কৃতীরা রেলিং ভেঙে ভিতরের লোহার রড চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ দেওগাঁওয়ের বাসিন্দা আরমান আলি বলেন, 'এর আগে বেশ কয়েকটি টোটো, রিকশা ভাঙা রেলিং দিয়ে নীচে পড়ে গিয়েছে। মোটরবাইক আরোহী, টোটোচালক ও যাত্রীরা আহত হয়েছেন। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষকে ওই সেতু পার হতে হয়। অথচ, সেতুর হাল ফেরাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।' প্রসঙ্গত, গত ফেব্রুয়ারি মাসে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সদস্যা শেফালি বর্মন ওই সেতুর রেলিংয়ের ভাঙা অংশগুলি পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। করোনা পরিস্থিতির জেরে সেতুর ভাঙা রেলিং নতুন করে তৈরি সম্ভব হয়নি। বিষয়টি বাজেটে ধরা হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব রেলিং তৈরির কাজ শুরু হবে।

Venus Home Appliances Pvt.Ltd | For sales Enquiry : 9733066488, 8013669605, 9088375109 | Customer care: 08144666999 | Email: customercare@venushomeappliances.com
www.venushomeappliances.com | Available at Leading Electricals, Sanitary & Appliances Showroom | Find a Dealer: http://www.venushomeappliance.com/dealerlocator